OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 504 - 508
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 504 - 508
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে প্রবাদের ব্যবহার : আধুনিক নাটকে লৌকিক উপাদান

বিমান দাস
গবেষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
এবং
সহকারী অধ্যাপক
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ, নাকাশিপাড়া
Email ID : dasbiman703@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Proverb, Drama, Professional Theatre, Group Theatre, Situational, Satire, Humar, Folk Literature.

Abstract
Soumitra Chattopadhyay is a famous film actor. In addition to acting on film, he acted on plays in stage. He wrote the Drama because, he did not get Original Drama from the famous dramatist of that time that satisfied him. He adopted and staged the plays by transforming Foreign Drama into the Bengali Drama. He is the intermediate man between Professional Theatre and Group Theatre. Basically, he wrote the play for Professional Theatre. But the Professional Drama stage closed for many regions. Then he forced to act and direct the play in Group Theatre. His drama specialty, he used the proverbs in these plays. The proverb is the element of Bengali folklore Literature. The use of proverb in Modern literature is inadequate. Soumitra Chattopadhyay used proverb in the drama to entertain the audience who came from most likely the village and semiurban society in the Professional Theater. Proverbs are not used in his Group Theater episode Drama. In our article, we have discussed how well the use of the proverb in his drama appropriately.

Discussion

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বাঙালি সংস্কৃতির আইকন। সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার অভিনেতা হিসাবেই তাঁর অধিক পরিচিতি। কিন্তু সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি শিল্পের অন্যান্য বেশ কিছু মাধ্যমের সঙ্গেও জড়িয়ে ছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হল থিয়েটার। থিয়েটার জগতে তাঁর আগমন ধূমকেতুর মতো হঠাৎ করে নয়। ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক ভাবে তিনি থিয়েটার করা শুরু করেন এবং পরবর্তী সময়ে যার পরিণতি ঘটে শিশির ভাদুড়ীর সান্নিধ্য লাভের মধ্যে দিয়ে থিয়েটারকেই জীবনের সর্বস্ব করে তোলার মধ্য দিয়ে। থিয়েটার তাঁর প্রথম ভালোবাসা। থিয়েটারে অভিনয় করেই তিনি জীবিকা নির্বাহ করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই সত্যজিৎ রায়ের সিনেমায় অভিনয় তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে তোলে। চলচ্চিত্র শিল্পে তিনি হয়ে ওঠেন একজন জনপ্রিয় অভিনেতা। সেদিক থেকে বলা যায় চলচ্চিত্রে আগমন তাঁর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 504 - 508
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ধূমকেতুর মতো। সিনেমায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার পরেও তিনি কখনো থিয়েটারকে ভুলে যাননি। অভিনয়ের পাশাপাশি নির্দেশক হিসাবে তিনি পেশাদারি মঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করা শুরু করেন। কিন্তু নিজের মনের মতো নাটক না পাওয়ায় নিজেই বিদেশি নাটকের বঙ্গীকরণে হাত দেন এবং একে একে ত্রিশটিরও বেশি নাটক রচনা করেন। এইসব নাটকগুলির প্লট বিদেশি হলেও তিনি এই বঙ্গের জল-মাটির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নিজের ভাবনার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এই নাটকগুলির মধ্যে। ফলে নাটকগুলির বাইরের খোলস বিদেশি হলেও এর অন্তর্নিহিত সত্তা সম্পূর্ণ বঙ্গজ। ফলে বাংলার দেশীয় সংস্কৃতির অনেক কিছুই এই নাটকগুলির মধ্যে এসেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল প্রবাদ প্রবচন। আধুনিক বাংলা নাটকে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার বিরল। অন্যান্য নাটককাররা তাদের নাটকে প্রবাদের ব্যবহার করলেও এত অধিক পরিমাণে প্রবাদের ব্যবহার বিরলই বলা যায়। নাটককার হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এখানেই অনন্যতা।

প্রবাদ প্রবচন বাংলা লোকসাহিত্যের অংশ। প্রবাদ শব্দকে ভাঙলে পাওয়া যায়- প্র-√বদ (বলা) + অ (ঘঙ্)-ভা। অর্থাৎ পরম্পরা বাক্য, জনরব, লোককথা, জনশ্রুতি। প্রবাদ প্রবচনের স্রষ্টা সাধারন মানুষ। এটি লোকসমাজে গৃহীত। এটি সর্বকালের ও সর্বজনের। এটি বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি। রূপক ও বক্রোক্তি মূলত প্রবাদের প্রধান অবলম্বন। প্রবাদের মধ্যে সত্য ও রসের আবেদন থাকে। মৌখিকভাবেই এর উৎপত্তি, পরবর্তীকালে লিখিত রূপে তার আত্মপ্রকাশ। প্রবাদের প্রাচীনত্বের সময়কাল এই কারণে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সমাজ-সংস্কৃতির চালচিত্র উঠে আসে প্রবাদের মধ্যে দিয়ে। প্রবাদ বাক্যের ব্যঞ্জনা ইঙ্গিতময় লক্ষ্য বহন করে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার উপেক্ষিত হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দশক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে প্রবাদের প্রাচুর্য দেখা গেছে। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়, হুতোম, টেকচাঁদ ঠাকুর, দাশু রায়ের লেখায় প্রবাদের ব্যবহার দেখা গেছে। এছাড়া দীনবন্ধু মিত্র, অমৃতলাল বসুর নাটকেও প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে যখন আধুনিক নাগরিক শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আধিক্য দেখা গেল তখন আধুনিক সাহিত্যিকরা প্রবাদের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি মনে করেননি। কারণ তাঁরা 'শ্লীল', 'অশ্লীল'-এর বিভাজনে প্রবাদকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলে। ফলে আধুনিক নাটকেও মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্রের পর বাংলা নাটকে প্রবাদের ব্যবহারের প্রাচুর্য দেখা যায় না। কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আবার তাঁর নাটকে প্রবাদের ব্যবহার ফিরিয়ে আনলেন আধিক্যের সঙ্গে। কেন প্রবাদের ব্যবহার করলেন তাঁর নাটকে সেটি এখন দেখা যাক।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হলেন পেশাদারি থিয়েটার এবং গ্রুপ থিয়েটারের মধ্যবর্তী একজন নাট্য ব্যক্তিত্ব। পেশাদারি মঞ্চের জন্যই তিনি মূলত নাটক লিখতে শুরু করেন। যার সূচনা 'রাজকুমার' নাটকের মধ্যে দিয়ে এবং সমাপ্তি 'ন্যায়মূর্তি' - নাটকের মাধ্যমে। কিন্তু পেশাদারি থিয়েটার হলগুলি বিভিন্ন কারণে বন্ধ হয়ে যায়, যেমন – দীর্ঘদিন ধরে ভালো নাটক না করা, থিয়েটারবোদ্ধা ও ভালো নির্দেশকের পেশাদার থিয়েটারের বাইরে গ্রুপ থিয়েটার করা, ভালো প্রতিভার প্রবেশ পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের না হওয়া, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় দীর্ঘদিন ধরে হলগুলির সংস্কার না হওয়া, থিয়েটারকরিয়েদের হাতে থিয়েটার হলগুলির মালিকানা না থাকা, অ্যাড-হক ভিত্তিতে কর্মচারী এমনকি শিল্পীদের নিয়োগ করা, সিনেমার তারকাদের আনতে প্রযোজকের বহু টাকা ব্যয় করা, বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে টেলিভিশনের চলে আসা, বিখ্যাত অভিনেতাদের গ্রামে-গঞ্জে গিয়ে যাত্রা এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া। এর জন্য তাঁকেও গ্রুপ থিয়েটারের প্রযোজনায় নাটক নির্দেশনা এবং অভিনয় করতে হয়েছে। যেহেতু পেশাদারি মঞ্চের দর্শক ছিল গ্রাম ও মফস্বল থেকে আগত সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের মানুষজন এবং তারা বিনোদনের জন্যই কেবল থিয়েটার দেখতে আসতো তাই তাদের কথা ভেবেই তিনি নাটকের মধ্যে প্রবাদ প্রবচন নিয়ে আসেন। প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার দর্শককে দীর্ঘ সংলাপের ক্লান্তিকর শ্রবণের মধ্যে হঠাৎ একটি রসিকতার আবহ নিয়ে আসে, তারফলে দর্শকেরও কিছুটা ড্রামাটিক রিলিফ ঘটে। আবার অন্যদিকে প্রবাদের মধ্য দিয়ে অনেক দীর্ঘ কথাকে সংক্ষিপ্ত ও রসসিক্ত ব্যাঙ্গাত্মকভঙ্গিতে প্রকাশ করাও সহজ। কোনো ঘটনা বা চরিত্রের কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় ব্যাঙ্গাত্মকভঙ্গি হিসেবে প্রবাদের ব্যবহার তুলনারহিত। পেশাদারি পর্বের নাটকে যেসব চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি এইসব প্রবাদের ব্যবহার করেছেন তারা সকলেই প্রায় গ্রামীণ বা শহুরে বস্তিসমাজের প্রান্তিক বা নিম্নবৃত্ত সম্প্রদায়ের অর্ধ-শিক্ষিত বা নিরক্ষর মানুষ। 'বৃহন্নলা' নাটকে প্রাণকৃষ্ণ, ষষ্ঠী ও রাধিকার মুখ দিয়ে যে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 504 - 508
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রবাদের ব্যবহার ঘটেছে প্রত্যেকেই তারা অর্ধ-শিক্ষিত নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ। 'নামজীবন' নাটকে নমিতা, বাসনা, বিশ্ব, নেপাল- এরা বস্তিতে বাস করা যথাক্রমে- দেহ ব্যবসায়ী, মোটর মেকানিকস ও কারখানার শ্রমিক। 'ফেরা' নাটকে কাশীনাথ, মজা-ধ্বজা হল যথাক্রমে - গ্রামের মুদির দোকানদার, চাকর। 'নীলকণ্ঠ' নাটকের নাম চরিত্র হল বাড়ির কাজের লোক। 'ঘটক বিদায়' নাটকে দামোদর, মলয়া হল অর্ধ-শিক্ষিত মানুষ। 'আরোহণ' নাটকে তারক, বামনদি হল যথাক্রমে অল্পশিক্ষিত, চাকর। 'ন্যায়মূর্তি' নাটকে গুরুপদ, আবুল, হেলা, ফণী - গ্রামের মস্তান।

লোকমুখে জনপ্রিয় বিভিন্ন প্রবাদ উঠে এসেছে এই নাটকগুলিতে। 'রাজকুমার' নাটকে একটি, 'নামজীবন' নাটকের পাঁচটি, 'ফেরা' নাটকের কুড়িটি, 'নীলকণ্ঠ' নাটকে তিনটি, 'ঘটক বিদায়' নাটকে নয়টি, 'ন্যায়মূর্তি' নাটকে এগারটি প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল -

গোপাল : হাতি ঘোড়া গেল তল মশা বলে কত জল?[১] ('রাজকুমার')
নেপাল : যার শিল যার নোড়া তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।[২] ('নামজীবন')
কাশীনাথ : কথার নাম মধুবাণী যদি কথা কইতে জানি![৩] ('ফেরা')
নীলকণ্ঠ : সব পাখিতে মাছ খায় মাছরাঙার কলঙ্ক হয়।[৪] ('নীলকণ্ঠ')
দামোদর : ছুঁচোর গু ঔষধে লাগে, ছুঁচো গিয়ে পর্বতে হাগে।[৫] ('ঘটক বিদায়')
গুরুপদ : আগুন কোথাও আদা, পুলিশ কোথাও দাদা।[৬] ('ন্যায়মূর্তি')

অপরদিকে পেশাদারি মঞ্চের পর গ্রুপ থিয়েটার পর্বে তিনি যেসব নাটক রচনা করেন, সেই নাটকগুলিতে প্রবাদের ব্যবহার খুবই কম। 'টিকটিকি' নাটকে একটি প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। 'আরোহণ' নাটকে পনেরোটি প্রবাদ, 'সবজান্তা' নাটকে চারটি প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। এই পর্বের আর অন্য কোনো নাটকে প্রবাদের ব্যবহার নেই। এর মধ্যে 'টিকটিকি' ও 'আরোহণ'- নাটক দুটি তাঁর পেশাদারি মঞ্চ পর্বে লিখিত কিন্তু সেই সময় বিভিন্ন কারণে নাটক দুটি তিনি মঞ্চস্থ করতে না পারায় পরবর্তীকালে তিনি গ্রুপ থিয়েটার পর্বে নাটক দুটি মঞ্চস্থ করেন। স্বাভাবিকভাবে তাই নাটক দুটিতে প্রবাদ ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে এই পর্বের নাটকের দর্শকরা হলেন শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। নাটক তাদের কাছে বিনোদনের থেকেও শিল্পের রসাস্বাদনের আধার। একটি নাটকের শিল্পায়িত দার্শনিক রূপই তারা মঞ্চে দেখতে চায়। ফলে এই পর্বের নাটকে শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, সম্পর্কের টানাপোড়েনের চিত্র উঠে এসেছে অনেক বেশি। ফলে এই পর্বের নাটকে প্রবাদের ব্যবহার তিনি করেননি সেটা বলাই যায়। এই নাটকগুলিতে যেসব প্রবাদ উঠে এসেছে সেখানে গ্রামীণ সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তে যেসব প্রবাদে মানব সম্পর্কের কথা আছে সেই ধরণের প্রবাদই ব্যবহৃত হয়েছে।

তবে নাটকের সংলাপে প্রবাদের ব্যবহার হল - সিচুয়েশনল। অর্থাৎ সময়, পরিস্থিতি অনুযায়ী তাকে ব্যবহার করতে হয়। নাটকের স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রবাদের ব্যবহার না করলে স্বাভাবিকভাবেই নাট্যপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং প্রবাদের ব্যবহারও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। যেমন - 'বৃহন্নলা' নাটকে বিশু হঠাৎ করে প্রাণকৃষ্ণকে দেখে বলে সে কী করতে এসেছে? অযথা আলাপচারিতায় বিশুর আগ্রহ নেই। প্রাণকৃষ্ণ প্রত্যুত্তরে বলে বিশু এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নয় যে, তাকে মেয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। নিজেকে সে যেন কেষ্ট-বিষ্টু মনে না করে। আর সেটাই ব্যাঙ্গাত্মকভঙ্গিতে প্রবাদের মধ্যে দিয়ে সে বলেছে -

"মিছে ডুমুর গুমুর করে, পাকলে ডুমুর মাটিতে পড়ে।"[৭]

'নামজীবন' নাটকে নমিতা একজন দেহ ব্যবসায়ী। তার খদ্দের কোনোরকম শ্রমমূল্য না দিয়ে রাগ করে চলে যাচ্ছে। সেটা দেখে নমিতার মনে হয়, এক কড়ার মুরোদ নেই আবার রাগ দেখিয়ে চলে যাচ্ছে। সেটাই সে প্রবাদের ভঙ্গিতে বলে –

"ভাত দেবার নয়, কিল মারবার গোঁসাই।"[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 504 - 508
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'ঘটক বিদায়' নাটকে ৫৫/৬০ বছরের দামোদর সিং কলকাতার এক নারীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে বিয়ের আশায়। তাই সে নাপিতকে বলে চুল-দাড়ি কামিয়ে ভালো করে কলপ করে দিতে। কারণ কলপ করলে তাকে যুবক লাগবে। আর সেই প্রসঙ্গেই প্রাচীন প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করে সে বলে –

> "সাজালে গোছালে ঘর, কামালে জোমালে বর।"[৯]

'ন্যায়মূর্তি' নাটকে পুলিশ, পার্টির নেতা আবুলকে বলে গুন্ডাদের কাছ থেকে তার প্রাণ সংশয় আছে, তাই পুলিশ তার নিরাপত্তা দিতে এসেছে, পুলিশের একথা আবুল বিশ্বাস করে না। কারণ পুলিশ কখনোই নেতার ভালো চাইতে পারে না, তা সে মুখে যতই নেতার নিরাপত্তা দেওয়ার কথা বলুক না কেন, তাই আবুল উর্দু মিশ্রিত প্রবাদ বাক্য বলে-

> "মুখমে শেখ ফরিদ
> বগলমে ইট।"[১০]

'টাইপিস্ট' নাটকে অনিরুদ্ধ ও ইন্দ্রানী তাদের বন্ধুত্বের মাঝে অভিমান হলে তারা পরস্পরকে হিংসুটে বলে এবং পরস্পরকে আক্রমণ করতে থাকে প্রবাদ বাক্য বলার মধ্যে দিয়ে -

> "ইন্দ্রানী : সমান কেউ ঠাকুর হয় এই দুঃখ কি গায় সয়?"[১১]
> "অনিরুদ্ধ : পেঁয়াজ ধোঁয়া নষ্ট নারী চক্ষে আনে অশ্রুবারি।"[১২]

এইরকম সিচুয়েশনাল প্রবাদ বাক্য ব্যবহারে নাটককে করছে সংলাপের দীর্ঘ ব্যবহারের ক্লান্তিকর পরিবেশ থেকে সাময়িক মুক্তি এবং একই সঙ্গে মজাদার।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকের মধ্যে বারে বারে তাঁর সমসাময়িক সমাজ, শ্রেণিশোষণ এবং শ্রেণিবৈষম্যের কথা বলেছেন। এছাড়া সম্পর্কের টানাপোড়েনের চিত্র উঠে এসেছে তাঁর নাটকে। কিন্তু আঙ্গিকগত দিক থেকে তিনি নাটকের মধ্যে গান, কবিতার ব্যবহার করেছেন। এর পাশাপাশি প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার তাঁর নাটকে এনেছে অনন্যতা। এই প্রবাদের ব্যবহার নাটককে দর্শকের কাছে উপভোগ্য করে তোলার জন্যই ব্যবহৃত হয়েছে সে কথা আমরা বলেছি। তাই নাটককার হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে এই প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার সত্যিই তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ১', জানুয়ারি ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৫২
২. তদেব, পৃ. ৩৩১
৩. তদেব, পৃ. ৪১২
৪. তদেব, পৃ. ৫০৪
৫. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ২', এপ্রিল ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৭
৬. তদেব, পৃ. ৩০২
৭. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ১', জানুয়ারি ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৬৯
৮. তদেব, পৃ. ২৯১
৯. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ২', এপ্রিল ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ১৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 56
Website: https://tirj.org.in, Page No. 504 - 508
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১০. তদেব, পৃ. ৩২৭
১১. তদেব, পৃ. ৪৬৬
১২. তদেব, পৃ. ৪৬৬

Bibliography:

চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ১', জানুয়ারি ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ২', এপ্রিল ২০১৭, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র, 'নাটকসমগ্র ৩', এপ্রিল ২০১৮, আনন্দ পাবলিশার্স ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
দে, শ্রীসুশীলকুমার (সম্পা.), 'বাংলা প্রবাদ : ছড়া ও চলতি কথা', আশ্বিন ১৩৫২, রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস ২৫|২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
ভট্টাচার্য, শ্রীআশুতোষ, 'বাংলার লোক-সাহিত্য প্রথম খণ্ড : আলোচনা', ১৯৬২, ক্যালকাটা বুক হাউস ১/১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২